প্রথম আলো

26 JUL 2013
26 JAN 2013

তারিখ 26 JAN 2013
পৃষ্ঠা 8 কলাম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

হাইকোর্টের আদেশের পরও প্রশাসনিক ভবনে অবরোধ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত না করতে হাইকোর্ট আদেশ দিলেও গতকাল বৃহস্পতিবারও সকাল থেকে দুপুর দুইটা পর্যন্ত প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে রাখেন শিক্ষক সমিতির সদস্যরা। অবরোধের কারণে গতকালও প্রশাসন ভবনে ঢুকতে পারেননি কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

হাইকোর্টের লিখিত আদেশ না পাওয়া পর্যন্ত অবরোধ অব্যাহত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সমিতি। একই কারণ উল্লেখ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও কোনো উদ্যোগ নেয়নি।

রেজিস্ট্রার আবু বকর সিদ্দিক *প্রথম আলোকে* বলেন, হাইকোর্টের আদেশসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পেলেই প্রশাসনিক ভবনে কর্মকাণ্ড সচল করার উদ্যোগ নেওয়া হবে।

গণমাধ্যমে ছাত্র ও শিক্ষকদের সম্পর্কে অনাকাঙ্ক্ষিত বক্তব্য প্রদান, ১ ও ২ আগস্ট ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী হামলার বিচার না হওয়া, শিক্ষক লাঞ্ছনার যথাযথ বিচার না হওয়াসহ ১২টি অভিযোগে উপাচার্য মো. আনোয়ার হোসেনের পদত্যাগের দাবিতে গত ২০ জুন থেকে প্রশাসনিক ভবন অবরোধ করে রাখছেন শিক্ষক সমিতির সদস্যরা। এর আগে ২৭ এপ্রিল থেকে ১৮ জুন পর্যন্ত কর্মবিরতি পালন করেন তাঁরা।

প্রশাসনিক ভবন অবরোধের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা নিরসনের সমাধান চেয়ে গত ৭ জুলাই আদালতে রিট আবেদন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম, সরকার ও রাজনীতি বিভাগের সভাপতি অধ্যাপক কে এম মহিউদ্দিন, দর্শন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সৈয়দ মঈনুল আলম নিজার, ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আহমেদ রেজা এবং বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী রাইয়ান রাজি।

ওই রিট আবেদনের শুনানি শেষে গত বুধবার বিচারপতি নাঈমা হায়দার ও বিচারপতি জাফর আহমেদের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ যাতে বাধাগ্রস্ত না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দেন। অন্তর্বর্তীকালীন ওই আদেশের সঙ্গে রুলও জারি করেন।

রুলে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তারা যাতে অবাধে প্রশাসনিক ভবনে প্রবেশসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সুবিধা নিতে পারেন এবং সিনেট, সিন্ডিকেট সভা, একাডেমিক কাউন্সিল, ফিন্যান্স কমিটির সভাসহ অন্যান্য সভা অনুষ্ঠান এবং এতে অংশগ্রহণ নিশ্চিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে বিবাদীদের কেন নির্দেশ দেওয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। চার সপ্তাহের মধ্যে বিবাদীদের রুলের জবাব দিতে বলা হয়েছে।

১৪ জন বিবাদীর মধ্যে রয়েছেন স্বরাষ্ট্রসচিব, শিক্ষাসচিব, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন), প্রক্টর ও রেজিস্ট্রার, পুলিশের মহাপরিদর্শক, ঢাকা জেলার পুলিশ সুপার, শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক।

শিক্ষক সমিতির সভা: হাইকোর্টের আদেশের পর গতকাল বেলা ১১টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান ভবনে শিক্ষক সমিতির কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা হয়। সভা শেষে সমিতির সভাপতি অধ্যাপক অজিত কুমার মজুমদার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা এখনো হাইকোর্টের লিখিত নির্দেশ পাইনি। তাই আন্দোলনের চলমান কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে। হাইকোর্ট থেকে কাগজপত্র পাওয়ার পর অবরোধ প্রত্যাহার করা হবে। এরপর সমিতির সাধারণ সভায় আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচির ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'